চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে প্রেস ব্রিফিং

মাননীয় মন্ত্রীর ব্রিফ

তারিখঃ ০১ মে ২০১৮, মঙ্গলবার সকাল ১১ ঘটিকা।

স্থানঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষ

আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দ, উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

- আপনারা জানেন, ২৯ এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাত হচ্ছে। যদিও আজকের আবহাওয়া অনেকটা ভাল।
- গত ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দুইদিনে ২৯ জন লোক বজ্রপাতে মারা গেছেন। গত মার্চ মাসে ১২ জন এবং এপ্রিল মাসে ৫৮ জন মোট ৭০ জন লোক বজ্রপাতে মারা গেছেন।
- গত ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ঢাকায় ১৪৬ মি.মি., সিতাকু-- ১১২ মি.মি., টাঙ্গাইলে ১০৭ মি.মি., ময়মনসিংহে ১৭১ মি.মি., রাঙ্গামাটিতে ১১০ মি.মি., সন্দীপে ৯৯ মি.মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। এ প্রবণতা স্বাভাবিক নয়। এ থেকে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যায়। আবহাওয়া আরও দু-একদিন খারাপ থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

- আমরা দেশবাসীকে আশ^স্থ করতে চাই বজ্রপাত ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সরকার গভীরভাবে পর্যবেক্ষনে রেখেছে। বর্ষা মৌশুম সমাগত। এ সময়ে ঝড়-তুফান হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে সকলকে পরিস্থিতি দেখেশুনে ঘর থেকে বের হতে হবে।
- প্রতিদিন ১০৯০ নম্বরে কল করে আবহাওয়া পরিস্থিতি জেনে ঘর থেকে বের হতে আমি অনুরোধ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ মোবাইল কল কে বিনামূল্য করে দিয়েছেন।
- প্রথমেই বলি পার্বত্য এলাকা নিয়ে। গতবছর পাহাড় ধসে পার্বত্য এলাকায় ১৬৬ জন লোকের মর্মামিত্মক মৃত্যু হয়। আমরা তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেনা জানাই।
- গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ বছর পাহাড় ধস মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এপ্রিল মাসের ২২-২৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে পার্বত্য ৩ জেলা, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার-এই ৫ জেলার ৩৫টি উপজেলায় র‌্যালী, কর্মশালা ও জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়েছে। পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ ঢালে বসবাসকারীদের দ্রম্নত সরিয়ে নিতে জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে। গত দুইদিনে শুধু রাঙ্গামাটিতেই ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাই এখনই জেলা প্রশাসনকে সতর্ক হতে হবে।
- অধিক বৃষ্টিপ্রবণ জেলাগুলোকে সতর্ক থাকতে আমি অনুরোধ করছি। কারণ সেখানে পাহাড়ি ঢল বা আগাম বন্যা হতে পারে।
- যেসব জমির ধান পেকে গেছে, সেগুলো দ্রম্নত ঘরে তোলাই উত্তম।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

- পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রত্যেক জেলায় ত্রাণ সামগ্রী যেমন: জিআর চাল, নগদ অর্থ, ঢেউটিন, ঘর নির্মাণের অর্থ, বজ্রপাতে কেউ হতাহত হলে তাদের সহায়তার অর্থ অগ্রিম বরাদ্দ দেওয়া আছে যাতে কোন দুর্যোগ হলে ডিসি সাহেবকে ঢাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে না হয়।
- তারপরও কোন জেলা থেকে নতুন চাহিদা পাওয়া মাত্র মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে কন্ট্রোলরম্নম খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রম্নমের টেলিফোন নম্বর ৯৫৪৫১১৫।
- আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব সাহেব ৩৫টি জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতির সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।
- সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষনা করেছে। বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে তাৎক্ষনিক সহায়তা হিসেবে ২০ হাজার টাকা এবং আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়। নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৩০ কেজি ভিজিএফ চাল দেওয়া হয়।
- গতবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১০ লক্ষ তালবীজ রোপনের সিদ্ধামত্ম হয়েছিল।
- আশার কথা হল এ পর্যমত্ম প্রায় ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার তালের বীজ রোপন করা হয়েছে।
- আমরা হাওর এলাকার লোকদের বজ্রপাত ও বন্যা থেকে রক্ষা করতে প্রচুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছি।
- বজ্রপাত করণীয় বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

- মোবাইল টাওয়ারগুলোতে আর্থিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করে বজ্র নিরোধক দন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা চেষ্টা করা হচ্ছে।
- বজ্রপাত মোকাবিলায় দালান কোঠায় বজ্র নিরোধক দন্ড লাগানো বাধ্যতামূলক করতে গণপুর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।
- বজ্রপাত সনাক্ত করার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের আটটি জেলায় সনাক্তকরণ যন্ত্র স্থাপন করেছে। আরও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে।
- সমুদ্রে কোন ঝড় পরিলক্ষিত হলে আমরা পূর্ব থেকেই আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করবো। তবে সবাইকে নিজ নিজ প্রস্তুতি রাখতে হবে, প্রতিদিনের আবহাওয়ার খবর রাখতে হবে।

আমরা আশা করছি শীঘ্রই আবহাওয়ার এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পরিশেষে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান)
উপপ্রধান তথ্য অফিসার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
০১৯৪৩-৪৪৬-৩২৩